

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিশকাত সোলতানা

রোলঃ ২৩০৯০১২০২২৮

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিশকাত সোলতানা

রোলঃ ২৩০৯০১২০২২৮

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মিশকাত সোলতানা, আইডিঃ ২৩০৯০১২০২২৮ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Miskat Sultana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মিশকাত সোলতানা

আইডিঃ ২৩০৯০১২০২২৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	6
গবেষণার উদ্দেশ্য	7
গবেষণার গুরুত্ব	9
প্রথম অধ্যায় দ্বিনি ইলমের পরিচয় ও সংজ্ঞা.....	11
দ্বিতীয় অধ্যায় কুরআনের আলোকে দ্বিনি ইলমের গুরুত্ব.....	13
তৃতীয় অধ্যায় হাদীসের আলোকে দ্বিনি ইলমের গুরুত্ব	15
চতুর্থ অধ্যায় দ্বিনি ইলম অর্জনের ফযিলত	17
পঞ্চম অধ্যায় দ্বিনি ইলম অর্জন করা কেন ফরজ	19
ষষ্ঠ অধ্যায় একজন আলেমের মর্যাদা ও সম্মান.....	21
সপ্তম অধ্যায় ইলমহীনতার ক্ষতি ও ভয়াবহতা	23
অষ্টম অধ্যায় দ্বিনি ইলম ব্যক্তি জীবনে প্রভাব.....	25
নবম অধ্যায় পরিবার গঠনে দ্বিনি ইলমের ভূমিকা	28
দশম অধ্যায় সমাজ সংস্কারে দ্বিনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা.....	31
একাদশ অধ্যায় বর্তমান যুগে দ্বিনি ইলমের গুরুত্ব	35
দ্বাদশ অধ্যায়: নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য দ্বিনি ইলম.....	38
ত্রয়োদশ অধ্যায়: দ্বিনি ইলম অর্জনের আদব	39
চতুর্দশ অধ্যায়: শিক্ষক ও ছাত্রের দায়িত্ব	40
পঞ্চদশ অধ্যায়: কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের গুরুত্ব.....	41
ষোড়শ অধ্যায়: ফিকহ ও আকীদা শিক্ষার প্রয়োজন	42
সপ্তদশ অধ্যায়: ইলম অনুযায়ী আমলের গুরুত্ব	43
অষ্টাদশ অধ্যায়: ইসলামের ইতিহাসে ইলমের অবদান.....	44
ঊনবিংশ অধ্যায়: দ্বিনি ইলম ও আখিরাতের সফলতা	45
বিংশ অধ্যায়: ইলম প্রচারের দায়িত্ব	46

উপসংহার	47
সুপারিশ	48
সমাপনী দোয়া :	48

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞান দ্বারা তাকে মর্যাদাবান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি; যিনি উম্মতকে ইলম, আমল ও তাকওয়ার সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন করেছেন। ইসলামে ইলম বা জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো দ্বীনি ইলম; কারণ এই ইলম মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ দেখায়। দ্বীনি ইলমের মাধ্যমে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে, ঈমানকে মজবুত করতে পারে, সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারে এবং হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়। দ্বীনি ইলম ছাড়া একজন মুসলিমের পক্ষে ইসলামের বিধান যথাযথভাবে জানা ও পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম ওহী ছিল— “পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।” এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বহু হাদীসে দ্বীনি ইলম অর্জনের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।” এর দ্বারা বোঝা যায় যে দ্বীনি ইলম অর্জন শুধু ফযিলতের বিষয় নয়; বরং এটি মুসলিম জীবনের অপরিহার্য দায়িত্ব।

বর্তমান যুগে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। নানা বিভ্রান্তি, ফিতনা-ফাসাদ, নৈতিক অবক্ষয় ও ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার ভিড়ে সহীহ দ্বীনি ইলম মানুষের জন্য নিরাপদ পথ প্রদর্শন করে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সব ক্ষেত্রেই দ্বীনি ইলম শান্তি, ন্যায়, আদর্শ ও আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই গবেষণাপত্রে “দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব, ইলমহীনতার ক্ষতি, ইলম অনুযায়ী আমলের গুরুত্ব এবং বর্তমান সময়ে দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হবে।
আল্লাহ তা‘আলার নিকট দোয়া, তিনি যেন আমাদের সবাইকে উপকারী ইলম অর্জনের তাওফীক দান করেন, সেই ইলম অনুযায়ী আমল করার শক্তি দেন এবং ইলমের নূরের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে আলোকিত করেন। আমীন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রত্যেক গবেষণার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। আলোচ্য গবেষণাপত্রের বিষয় “দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা”। এই বিষয় নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামে দ্বীনি ইলমের মর্যাদা, এর অপরিহার্যতা এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর বাস্তব প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা।

এই গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্য হলো কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব তুলে ধরা। কারণ দ্বীনি ইলম এমন এক নূর, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা‘আলাকে চিনতে পারে এবং তাঁর বিধান যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি ইলম অর্জনের ফযিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে জানা। ইসলাম ইলমকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছে এবং আলেমদের উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। এ বিষয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরা এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা। একজন মুসলিমের জন্য সঠিক আকীদা, ইবাদত, চরিত্র ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা কেন জরুরি—তা তুলে ধরা এই গবেষণার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ উদ্দেশ্য হলো বর্তমান যুগে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। কারণ আজকের সময়ে বিভ্রান্তি, অপব্যখ্যা ও নৈতিক অবক্ষয়ের মাঝে সহীহ দ্বীনি ইলম মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

পঞ্চম উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে দ্বীনি ইলমের ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরা। দ্বীনি শিক্ষা একজন মানুষকে নৈতিক, দায়িত্বশীল ও আল্লাহভীরু বানায় এবং একটি সুন্দর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

সবশেষে, এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি ইলমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, ইলম অনুযায়ী আমলের গুরুত্ব বোঝানো এবং সমাজে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

গবেষণার গুরুত্ব

ইসলামে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি এমন এক মূল্যবান সম্পদ, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। তাই “দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গবেষণার অন্যতম গুরুত্ব হলো একজন মুসলিমকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করা। ঈমান, আকীদা, ইবাদত, হালাল-হারাম, আচার-আচরণ ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সহীহ জ্ঞান ছাড়া দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন। দ্বীনি ইলম মানুষকে এসব বিষয়ে সঠিক ধারণা দেয়। এই গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইলমের মর্যাদা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। ইসলাম জ্ঞানকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে এবং আলেমদের বিশেষ সম্মান প্রদান করেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে তা আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

বর্তমান সময়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তি, ভুল ব্যাখ্যা ও ফিতনা সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় সহীহ দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ দ্বীনি জ্ঞান মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং সঠিক পথ বেছে নিতে সক্ষম করে।

এই গবেষণা ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। একজন দ্বীনদার ও জ্ঞানী ব্যক্তি পরিবারে ইসলামী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে, সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতে পারে এবং সমাজে ন্যায়, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

এ গবেষণার আরেকটি গুরুত্ব হলো দ্বীনি ইলমের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা। অনেক সময় মানুষ দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও এর গভীরতা সম্পর্কে জানে না। এই গবেষণার মাধ্যমে সেই উপলব্ধি তৈরি হবে ইন শা আল্লাহ।

সর্বোপরি,এই গবেষণা একজন মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ বুঝাতে সাহায্য করবে। কারণ দ্বীনি ইলম শুধু তথ্য জানানার নাম নয়; বরং তা আমলের পথ দেখায়, চরিত্র গঠন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম অধ্যায় দ্বীনি ইলমের পরিচয় ও সংজ্ঞা

দ্বীনি ইলমের পরিচয়

“ইলম” একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো— জ্ঞান, জানা, উপলব্ধি করা বা কোনো বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন করা। ইসলামে ইলম বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝানো হয়, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা‘আলাকে চিনতে পারে, তাঁর নির্দেশনা জানতে পারে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারে।

“দ্বীনি ইলম” বলতে বিশেষভাবে সেই জ্ঞানকে বোঝায়, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। যেমন— কুরআন মাজীদ, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকীদা, তাজবীদ, ইসলামের ইতিহাস, আখলাক ও ইসলামী জীবনবিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান একজন মানুষকে দ্বীনের সঠিক পথ দেখায় এবং আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে।

দ্বীনি ইলম মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে শেখায়। কেন মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম—এসব বিষয় দ্বীনি ইলম ছাড়া সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। এজন্য দ্বীনি ইলম মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মধ্যে অন্যতম।

দ্বীনি ইলমের সংজ্ঞা

ইসলামী পরিভাষায় দ্বীনি ইলম হলো—

“কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এমন জ্ঞান অর্জন করা, যার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার আকীদা, ইবাদত, চরিত্র ও জীবনব্যবস্থা সহীহভাবে পরিচালনা করতে পারে।”

অন্যভাবে বলা যায়—

দ্বীনি ইলম হলো এমন নূর বা আলো, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, সঠিক পথ দেখায় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হয়।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেছেন—

“উপকারী ইলম হলো সেই জ্ঞান, যা মানুষকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে এবং নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করে।”

অর্থাৎ দ্বীনি ইলম শুধু জানার জন্য নয়; বরং তা বুঝে আমল করার জন্য। যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ে যায়, হারাম থেকে দূরে রাখে এবং সুন্দর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে— সেটিই প্রকৃত দ্বীনি ইলম।

দ্বীনি ইলমের প্রধান বিভাগ

দ্বীনি ইলমকে সাধারণভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. আকীদার ইলম

আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে সহীহ বিশ্বাস অর্জনের জ্ঞান।

২. কুরআন ও তাফসীরের ইলম

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, তাজবীদ ও অর্থ-ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান।

৩. হাদীসের ইলম

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদন সম্পর্কিত জ্ঞান।

৪. ফিকহের ইলম

নামাজ, রোযা, যাকাত, হজ্জ, লেনদেন, পারিবারিক ও সামাজিক বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান।

৫. আখলাক ও আদবের ইলম

চরিত্র গঠন, উত্তম ব্যবহার, সততা, ধৈর্য ও ইসলামী আদব-কায়দা সম্পর্কিত জ্ঞান।

দ্বীনি ইলমের বৈশিষ্ট্য

দ্বীনি ইলমের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

- এটি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য রহমত।
- এটি মানুষের অন্তরে নূর সৃষ্টি করে।
- এটি হিদায়াতের পথ দেখায়।
- এটি আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।
- এটি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বয়ে আনে।
- এটি মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় কুরআনের আলোকে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব

ইসলামে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। মহান আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তুলে ধরেছেন। কুরআন মাজীদ মানুষের জন্য হিদায়াতের কিতাব। আর এই হিদায়াত বুঝতে ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে দ্বীনি ইলম অপরিহার্য। দ্বীনি ইলম এমন একটি নেয়ামত, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা‘আলার পরিচয় লাভ করে, সঠিক-ভুল বুঝতে পারে এবং তাঁর বিধান মেনে চলতে সক্ষম হয়। কুরআনের আলোকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়—আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

১. প্রথম ওহীর মাধ্যমে জ্ঞানের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল করেন তা হলো—

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

অর্থঃ “পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

— (সূরা আল-আলাক: ১)

এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইসলাম জ্ঞান অর্জনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম মানুষকে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এটি দ্বীনি ইলমের মর্যাদা ও গুরুত্বের বড় প্রমাণ।

২. আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন

মহান আল্লাহ বলেন—

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

অর্থঃ “আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা অনেক উচ্চ করে দেন।”

— (সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১)

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকারীদের উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। দুনিয়াতেও তারা সম্মানিত হন, আখিরাতেও তাদের বিশেষ প্রতিদান রয়েছে।

৩. জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তি সমান নয়

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান?”

— (সূরা আয-যুমার: ৯)

এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে, ইসলাম জ্ঞানী ও অজ্ঞকে এক দৃষ্টিতে দেখে না। জ্ঞানীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

৪. আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন জ্ঞানীরা

মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থঃ “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাঁকে যথাযথ ভয় করে।”

— (সূরা ফাতির: ২৮)

যারা দ্বীনি ইলম অর্জন করে, তারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করে। এজন্য তাদের অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি বেশি সৃষ্টি হয়।

৫. দোয়া বৃদ্ধি চাওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা নবী ﷺ-কে শিক্ষা দিয়েছেন—

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থঃ “আর বলুন—হে আমার রব! আমাকে জ্ঞান আরও বৃদ্ধি করে দিন।”

— (সূরা ত্ব-হা: ১১৪)

এ আয়াত প্রমাণ করে জ্ঞান এমন এক সম্পদ, যা যত বাড়ে তত কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। তাই একজন মুসলিমের উচিত সবসময় উপকারী ইলম বৃদ্ধির দোয়া করা।

৬. কুরআন বোঝার জন্য দ্বীনি ইলম অপরিহার্য

পবিত্র কুরআন হিদায়াতের উৎস। কিন্তু এর সঠিক অর্থ, ব্যাখ্যা ও বিধান বোঝার জন্য দ্বীনি ইলম প্রয়োজন। ইলম ছাড়া কেউ অনেক সময় ভুল বুঝতে পারে বা ভুল পথে চলে যেতে পারে। তাই সহীহ জ্ঞান ছাড়া কুরআনের পূর্ণ উপকার লাভ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় অধ্যায় হাদীসের আলোকে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসেও দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি উম্মতকে শুধু ইবাদতের শিক্ষা দেননি; বরং জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং দ্বীনি ইলমকে জাহান্নাতের পথ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, দ্বীনি ইলম এমন একটি সম্পদ, যা মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করে, আমলকে বিশুদ্ধ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ সুগম করে।

১. ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থঃ “ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”

— (ইবনে মাজাহ)

এই হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে দ্বীনি ইলম অর্জন করা শুধু উৎসাহের বিষয় নয়; বরং এটি মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

২. ইলমের পথে চলা জাহান্নাতের পথ সহজ করে

রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

অর্থঃ “যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”

— (সহীহ মুসলিম)

এ হাদীস দ্বীনি ইলমের কত বড় মর্যাদা বহন করে তা স্পষ্ট করে।

৩. আল্লাহ যাকে কল্যাণ দিতে চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

অর্থঃ “আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।”

— (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এ থেকে বোঝা যায়, দ্বীনি ইলম পাওয়া আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ও রহমত।

৪. আলেমদের মর্যাদা ইবাদতকারীর চেয়েও উচ্চ

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“একজন আলেমের মর্যাদা একজন সাধারণ ইবাদতকারীর উপর এমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকার উপর।”

— (তিরমিযী)

এ হাদীস প্রমাণ করে, ইলম ও আমল একত্রে একজন মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়।

৫. উপকারী ইলম সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস বন্ধ হয় না— সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”

— (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস অনুযায়ী উপকারী দ্বীনি ইলম এমন এক আমল, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও চলতে থাকে।

৬. ইলম গোপন করার ভয়াবহতা

রাসূল ﷺ সতর্ক করেছেন— যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান গোপন করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায়, দ্বীনি ইলম অর্জনের পাশাপাশি তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় দ্বীনি ইলম অর্জনের ফযিলত

দ্বীনি ইলম আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এর মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত লাভ করে, ঈমান মজবুত হয়, আমল শুদ্ধ হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জিত হয়। ইসলাম দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছে এবং এর জন্য বহু ফযিলত ঘোষণা করেছে। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলম অর্জন করে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিশেষ মর্যাদা দান করেন। দ্বীনি ইলম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

১. দ্বীনি ইলম মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে

দ্বীনি ইলম অর্জনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা‘আলার পরিচয় লাভ করে, তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে জানে এবং তাঁর বিধান বুঝতে পারে। এর ফলে বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় সৃষ্টি হয় এবং সে আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হতে পারে।

২. জ্ঞানীদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি

আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞানীদের মর্যাদা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করেছেন। একজন আলেম নিজের জন্য উপকারী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও হিদায়াতের পথ দেখান। এজন্য সমাজেও তাদের সম্মান ও মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

৩. ইলম আমলকে বিশুদ্ধ করে

সঠিক জ্ঞান ছাড়া ইবাদত ও আমল অনেক সময় ভুল হতে পারে। দ্বীনি ইলম মানুষকে শুদ্ধভাবে নামাজ, রোযা, যাকাত ও অন্যান্য ইবাদত আদায় করতে শেখায়। এর ফলে আমল সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হয়।

৪. অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়

দ্বীনি ইলম মানুষের অন্তরে আলোর মতো কাজ করে। এর মাধ্যমে মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি লাভ করে।

৫. ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর জন্য সন্তুষ্ট হন
হাদীসে এসেছে— ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি ফেরেশতারা সন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের
ডানা বিছিয়ে দেন। এটি দ্বীনি ইলমের মর্যাদার বড় প্রমাণ।
৬. দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জিত হয়
দ্বীনি ইলম একজন মানুষকে দুনিয়াতে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং
আখিরাতে মুক্তির পথ সহজ করে দেয়। তাই এটি উভয় জগতের কল্যাণের
মাধ্যম।
৭. ইলমের সওয়াব মৃত্যুর পরও চলতে থাকে
যে ব্যক্তি উপকারী দ্বীনি ইলম শিখে এবং অন্যকে শেখায়, তার সওয়াব মৃত্যুর
পরও অব্যাহত থাকে। এটি সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।
৮. দ্বীনি ইলম চরিত্র সুন্দর করে
ইলম মানুষের মধ্যে ধৈর্য, বিনয়, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম ব্যবহার সৃষ্টি
করে। ফলে একজন মানুষ আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হয়।

পঞ্চম অধ্যায় দ্বীনি ইলম অর্জন করা কেন ফরজ

ইসলামে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব এত বেশি যে কিছু ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ করা হয়েছে। কারণ সহীহ ইলম ছাড়া একজন মানুষ তার দ্বীন সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ মানা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং হারাম-হালাল পার্থক্য জানা—সবকিছুর জন্য দ্বীনি ইলম অপরিহার্য।

এ কারণেই ইসলাম দ্বীনি ইলমকে শুধু মর্যাদাপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেনি; বরং প্রয়োজনীয় পরিমাণে তা অর্জন করাকে ফরজ বা বাধ্যতামূলক করেছে।

১. আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে করার জন্য

মানুষের সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের জন্য। মহান আল্লাহ বলেন—
“আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”

— (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

কিন্তু ইবাদত কীভাবে করতে হবে তা না জানলে সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়। নামাজ, রোযা, যাকাত, হজ্জ—এসব শুদ্ধভাবে আদায়ের জন্য দ্বীনি ইলম জানা ফরজ।

২. সহীহ আকীদা রক্ষা করার জন্য

ঈমান ও আকীদা ইসলামের ভিত্তি। একজন মুসলিমকে জানতে হবে আল্লাহর একত্ববাদ, নবুওয়াত, আখিরাত, তাকদীর ও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলো। এগুলো না জানলে ভুল আকীদা বা বিভ্রান্তিতে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

তাই সহীহ আকীদা জানার জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন করা ফরজ।

৩. হালাল ও হারাম পার্থক্য বোঝার জন্য

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন মুসলিমকে হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। কী খাওয়া বৈধ, কোন কাজ নিষিদ্ধ, কোন লেনদেন জায়েয—এসব জানা প্রয়োজন।

দ্বীনি ইলম ছাড়া মানুষ অজ্ঞতার কারণে হারামে জড়িয়ে যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় ইলম জানা ফরজ।

৪. নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য

প্রত্যেক মুসলিমের কিছু দায়িত্ব রয়েছে— পরিবার, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে। একজন স্বামী, স্ত্রী, অভিভাবক, ব্যবসায়ী বা শিক্ষক হিসেবে ইসলামী বিধান জানা প্রয়োজন। যে দায়িত্ব যত বড়, সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনও তত বেশি।

৫. অজ্ঞতার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য

অজ্ঞতা অনেক ভুলের কারণ হয়। মানুষ কখনো ভুল ইবাদত করে, কখনো ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, আবার কখনো গুনাহকে ছোট মনে করে ফেলে। দ্বীনি ইলম মানুষকে এসব ভুল থেকে রক্ষা করে।

৬. ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়া

দ্বীনি ইলম দুইভাবে ফরজ হয়—

ফরজে আইন

যে ইলম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জানা জরুরি। যেমন—

ঈমানের মূল বিষয়

নামাজের নিয়ম

রোযার মাসআলা

পবিত্রতা সম্পর্কিত বিধান

ফরজে কিফায়া

যে ইলম সমাজের কিছু মানুষ জানলেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। যেমন—

গভীর ফিকহ

তাফসীর

হাদীস গবেষণা

ফতোয়ার ইলম

ষষ্ঠ অধ্যায় একজন আলেমের মর্যাদা ও সম্মান

ইসলামে একজন আলেমের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। কারণ আলেমগণ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করেন, তা বুঝেন এবং মানুষকে সঠিক পথ দেখান। তারা দ্বীনের বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, সমাজকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন পরিচালনার শিক্ষা দেন। এজন্য ইসলাম আলেমদের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে।

আলেম সমাজের পথপ্রদর্শক। তারা মানুষকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করেন, গুনাহ থেকে সতর্ক করেন এবং দ্বীনের সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেন। তাই একজন আলেম শুধু নিজের জন্য নয়; বরং পুরো উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ।

১. আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।”

— (আবু দাউদ, তিরমিযী)

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়, আলেমদের দায়িত্ব অত্যন্ত সম্মানজনক।

নবীগণ যেমন মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেছেন, তেমনি আলেমরাও সেই দায়িত্ব পালন করেন।

২. আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞানীদের মর্যাদা অনেক উঁচু করেছেন। তারা শুধু ইলম অর্জন করেন না, বরং সেই ইলমের আলো অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। এজন্য আল্লাহর কাছে তাদের সম্মান অনেক বেশি।

৩. সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি

একজন আলেম সমাজে ন্যায়, আদর্শ ও ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা দেন। মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও মাসআলার সমাধান দেন। এজন্য সমাজে তাদের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

৪. মানুষকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেন

আলেমগণ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। এর মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথ জানতে পারে এবং ভুল থেকে ফিরে আসতে পারে। তাই আলেম সমাজের জন্য বড় নিয়ামত।

৫. ইলম অনুযায়ী আমল করার আদর্শ

একজন প্রকৃত আলেম শুধু জ্ঞান অর্জন করেন না; বরং নিজেও সে অনুযায়ী আমল করেন। তার জীবন অন্যদের জন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে মানুষ দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৬. আলেমদের সম্মান করা ইসলামের শিক্ষা

ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে— যারা দ্বীনের জ্ঞান রাখেন তাদের সম্মান করতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং তাদের থেকে উপকৃত হতে হবে। আলেমদের সম্মান করা মূলত দ্বীনের সম্মান করা।

৭. উম্মাহর জন্য তাদের অবদান

ইসলামের ইতিহাসে আলেমগণ কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞান সংরক্ষণে বিশাল ভূমিকা রেখেছেন। তাদের পরিশ্রমের কারণেই আজ আমরা সহীহ দ্বীনি জ্ঞান সহজে জানতে পারছি।

সপ্তম অধ্যায় ইলমহীনতার ক্ষতি ও ভয়াবহতা

ইলম মানুষের জীবনের জন্য আলোস্বরূপ। আর অজ্ঞতা হলো অন্ধকারের মতো, যা মানুষকে বিভ্রান্তি ও ভুল পথে নিয়ে যায়। ইসলামে দ্বীনি ইলম যেমন মর্যাদাপূর্ণ, তেমনি ইলমহীনতা বা অজ্ঞতাকে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ভয়াবহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ দ্বীনি জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ সঠিকভাবে দ্বীন বুঝতে পারে না এবং অনেক সময় অজান্তেই ভুল ও গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবন—সব ক্ষেত্রেই অজ্ঞতার ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়। তাই ইলমহীনতা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

১. সহীহ দ্বীন পালন করা কঠিন হয়ে যায়

দ্বীনি ইলম না থাকলে মানুষ আল্লাহর বিধান সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। ফলে নামাজ, রোযা, যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইবাদতের সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

২. ভুল আকীদা ও বিভ্রান্তির আশঙ্কা

অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় মানুষ ভুল বিশ্বাস বা বিভ্রান্তিকর মতবাদের দিকে চলে যায়। এতে ঈমান দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সহীহ আকীদা রক্ষা করতে দ্বীনি ইলম অপরিহার্য।

৩. হালাল-হারামের সীমা অতিক্রম করা

দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে মানুষ অনেক সময় হালাল ও হারামের পার্থক্য বুঝতে পারে না। ফলে অজান্তেই নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ে। এটি ব্যক্তিজীবনে বড় ক্ষতির কারণ হয়।

৪. গুনাহকে হালকা মনে করা

অজ্ঞতার কারণে অনেকেই ছোট গুনাহকে গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ইসলামে ছোট গুনাহ বারবার করলে তা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। দ্বীনি ইলম মানুষকে এসব বিষয়ে সতর্ক রাখে।

৫. পরিবারে ইসলামী পরিবেশ দুর্বল হয়ে যায়

পরিবারের অভিভাবকদের দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। ফলে পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

৬. সমাজে ফিতনা ও বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়

যখন সমাজে সহীহ দ্বীনি জ্ঞান কমে যায়, তখন নানা ভুল ব্যাখ্যা, অন্যায় ও ফিতনা বৃদ্ধি পায়। মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে না। এতে সমাজে অশান্তি তৈরি হয়।

৭. আখিরাতের ক্ষতির আশঙ্কা

সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো— অজ্ঞতার কারণে মানুষ অনেক সময় এমন ভুল করে ফেলে, যা আখিরাতে কঠিন জবাবদিহিতার কারণ হতে পারে। তাই দ্বীনি ইলম দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়ের নিরাপত্তা দেয়।

অষ্টম অধ্যায় দ্বীনি ইলম ব্যক্তি জীবনে প্রভাব

দ্বীনি ইলম মানুষের ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও আলোকিত করে তোলে। মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করে, ইসলামের বিধান জানতে পারে এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করতে শেখে, তখন তার চিন্তা, আচরণ ও চরিত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। দ্বীনি ইলম শুধু কিছু তথ্য জানার নাম নয়; বরং এটি এমন এক নূর, যা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং একজন মানুষকে প্রকৃত সফলতার পথে পরিচালিত করে।

১. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি

দ্বীনি ইলমের প্রথম প্রভাব হলো মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। মানুষ বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তার সব কথা ও কাজ দেখছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।”

(সূরা ফাতির: ২৮)

এই তাকওয়ার কারণে—

গুনাহ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়।

ইবাদতের প্রতি মনোযোগ বাড়ে।

অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত থাকে।

২. আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের পরিশুদ্ধতা

দ্বীনি ইলম মানুষকে নিজের ভুল চিনতে শেখায়। এতে অন্তরের অহংকার, হিংসা, রিয়া ও গাফিলতি দূর হয়।

ফলে—

আত্মা পবিত্র হয়।

নিয়ত বিশুদ্ধ হয়।

মানুষ ভালো কাজে আগ্রহী হয়।

৩. উত্তম চরিত্র গঠন

দ্বীনি জ্ঞান একজন মানুষকে সুন্দর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

যেমন—

সত্যবাদিতা

ধৈর্য

নম্রতা

ক্ষমাশীলতা

আমানতদারি

রাসূল ﷺ ছিলেন উত্তম চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর শিক্ষা জানলে মানুষ নিজের জীবনেও তা অনুসরণ করতে পারে।

৪. ইবাদতে আগ্রহ ও শুদ্ধতা

দ্বীনি ইলম ছাড়া সঠিকভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়।

ইলম মানুষকে শেখায়—

কীভাবে নামাজ পড়তে হয়

রোজা রাখতে হয়

যাকাত দিতে হয়

কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়

ফলে ইবাদতে শুদ্ধতা আসে এবং আমল কবুল হওয়ার আশা বৃদ্ধি পায়।

৫. হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতনতা

দ্বীনি জ্ঞান থাকলে একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে—

কোনটি হালাল

কোনটি হারাম

কোনটি জায়েজ

কোনটি নিষিদ্ধ

এতে ভুল কাজ থেকে বাঁচা সহজ হয়।

৬. মানসিক প্রশান্তি

আল্লাহর পরিচয় ও দ্বীনের জ্ঞান মানুষকে ভেতর থেকে দৃঢ় করে।

কষ্টের সময় সে ধৈর্য ধরে। সুখের সময় শুকরিয়া আদায় করে।

ফলে অন্তরে শান্তি আসে।

আল্লাহ বলেন—

“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।”

(সূরা রাদ: ২৮)

৭. দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি

দ্বীনি ইলম মানুষকে বুঝতে শেখায়—

আল্লাহর হক

নিজের হক

পরিবার ও সমাজের হক

ফলে দায়িত্বশীলতা তৈরি হয়।

৮. ভুল থেকে ফিরে আসার শক্তি

মানুষ ভুল করতেই পারে। কিন্তু দ্বীনি জ্ঞান তাকে তাওবা করতে শেখায়।

সে জানে—

আল্লাহ ক্ষমাশীল

ভুল হলে ফিরে আসতে হয়

তাওবা বান্দার জন্য রহমত

দ্বীনি ইলম ব্যক্তি জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, চরিত্র সুন্দর করে, ইবাদতকে শুদ্ধ করে এবং মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। একজন ব্যক্তি যত বেশি দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করবে, তার জীবন তত বেশি শান্তিপূর্ণ, দায়িত্বশীল ও আলোকিত হবে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন অত্যন্ত প্রয়োজন।

নবম অধ্যায় পরিবার গঠনে দ্বীনি ইলমের ভূমিকা

পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি। একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে আদর্শ পরিবারের মাধ্যমে। আর একটি আদর্শ পরিবার গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো দ্বীনি ইলম। যখন পরিবারের সদস্যরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করে, তখন পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়, দায়িত্ববোধ তৈরি হয় এবং ভালোবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বীনি ইলম শুধু ইবাদতের শিক্ষা দেয় না; বরং পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করে।

১. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব জানা

দ্বীনি ইলম স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে।
যেমন—

একে অপরকে সম্মান করা
ভালো ব্যবহার করা
দায়িত্ব পালন করা
ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা
আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমরা তাদের সঙ্গে উত্তমভাবে বসবাস করো।”

(সূরা নিসা: ১৯)

এর ফলে—

ঝগড়া কমে
সম্পর্ক দৃঢ় হয়
পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি পায়

২. সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলা

সন্তান আল্লাহর এক আমানত। দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন অভিভাবক সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই ইসলামের শিক্ষা দিতে পারেন।

যেমন—

নামাজ শেখানো

কুরআন শিক্ষা দেওয়া

আদব-আখলাক শেখানো

সত্যবাদিতা ও দায়িত্ববোধ শেখানো

এভাবে সন্তান দ্বীনের ওপর বড় হয়।

৩. পারিবারিক ভালোবাসা ও রহমত বৃদ্ধি

দ্বীনি ইলম মানুষকে কোমলতা, দয়া ও ক্ষমার শিক্ষা দেয়।

ফলে পরিবারের সদস্যরা—

একে অপরকে ভালোবাসে

ভুল হলে ক্ষমা করে

সহযোগিতা করে

এতে পরিবারে রহমত নেমে আসে।

৪. দ্বন্দ্ব ও সমস্যা সমাধানে সহায়তা

প্রতিটি পরিবারে কখনো না কখনো মতভেদ হয়। দ্বীনি ইলম শেখায় কীভাবে

ধৈর্য ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে হয়।

ফলে—

সম্পর্ক ভাঙন কমে

তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত কম হয়

সমঝোতার পথ তৈরি হয়

৫. হালাল-হারাম মানার পরিবেশ তৈরি

যে পরিবারে দ্বীনি শিক্ষা থাকে সেখানে সবাই হালাল-হারামের ব্যাপারে সচেতন

হয়।

যেমন—

হালাল উপার্জন

ইসলামী পোশাক

নামাজের গুরুত্ব

পর্দার বিধান

এতে পরিবারে বরকত আসে।

৬. পারিবারিক দায়িত্ববোধ তৈরি

দ্বীনি ইলম শেখায়—

মা-বাবার সম্মান করা

সন্তানের হক আদায় করা

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

এতে পরিবার আরও মজবুত হয়।

৭. দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ

একটি দ্বীনি পরিবার শুধু দুনিয়াতে শান্তি পায় না; বরং আখিরাতেও সফলতার আশা রাখে।

যে পরিবারে—

কুরআন তিলাওয়াত হয়

আল্লাহর স্মরণ হয়

ইসলামের শিক্ষা মানা হয়

সেখানে বরকত ও রহমত থাকে।

দ্বীনি ইলম পরিবার গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুন্দর করে, সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করে, পারিবারিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে এবং ঘরে শান্তি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করে। তাই একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের জন্য দ্বীনি ইলম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দশম অধ্যায় সমাজ সংস্কারে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা

সমাজ মানুষের মিলিত জীবনব্যবস্থার নাম। একটি সমাজ তখনই সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল হয় যখন সেখানে ন্যায়নীতি, মানবতা ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর এসব গুণ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো দ্বীনি ইলম। দ্বীনি জ্ঞান মানুষকে শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের শিক্ষা দেয় না; বরং সমাজে কীভাবে চলতে হবে, কীভাবে মানুষের হক আদায় করতে হবে এবং কীভাবে অন্যায় দূর করতে হবে—সেটিও শিক্ষা দেয়। তাই একটি আদর্শ সমাজ গঠনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দ্বীনি ইলম

দ্বীনি ইলম মানুষকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শেখায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচারের নির্দেশ দেন।”

(সূরা নাহল: ৯০)

দ্বীনি জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ শেখে—

কারও ওপর জুলুম না করা

মানুষের হক আদায় করা

সত্য কথা বলা

দায়িত্বের ক্ষেত্রে ন্যায় বজায় রাখা

এর ফলে সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকে।

২. অন্যায় ও অপরাধ কমিয়ে আনে

দ্বীনি ইলম মানুষকে আল্লাহভীতি শেখায়।

যে ব্যক্তি জানে—

আল্লাহ সব দেখছেন

প্রতিটি কাজের হিসাব হবে

সে সহজে অন্যায় করতে পারে না।

ফলে সমাজে কমে—

প্রতারণা

মিথ্যা

জুলুম

হিংসা

দুর্নীতি

৩. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি

ইসলাম মানুষকে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা শেখায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তার ভাইয়ের জন্যও তা ভালোবাসে।”

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ফলে—

সমাজে ঐক্য গড়ে ওঠে

বিভেদ কমে

মানুষ একে অপরকে সাহায্য করে

৪. সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি

দ্বীনি ইলম শেখায়—

গরিবের হক আদায় করা

প্রতিবেশীর খোঁজ রাখা

অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা

ফলে সমাজ আরও মানবিক হয়।

৫. নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন

দ্বীনি শিক্ষা ছাড়া সমাজে নৈতিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বীনি ইলম শেখায়—

সত্যবাদিতা

আমানতদারি

লজ্জাশীলতা

ধৈর্য

দয়া

এগুলো একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি।

৬. পরিবার ও সমাজের বন্ধন দৃঢ় করা

প্রত্যেক পরিবার সমাজের অংশ। যখন পরিবারে দ্বীনি শিক্ষা থাকে, তখন তার প্রভাব পুরো সমাজে পড়ে।

ফলে—

আত্মীয়তার সম্পর্ক ভালো থাকে

পারিবারিক ভাঙন কমে

সমাজে স্থিতিশীলতা আসে

৭. দ্বীনের আলো বিস্তার

সমাজে দ্বীনি জ্ঞান থাকলে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে সচেতন হয়।

ফলে—

ইসলামী মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়ে

কুসংস্কার কমে

সঠিক আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়

৮. দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা

দ্বীনি সমাজে মানুষ শুধু দুনিয়ার শান্তি লাভ করে না, বরং আখিরাতের প্রস্তুতিও নেয়।

একটি সমাজ যখন আল্লাহর বিধানকে গুরুত্ব দেয়—

বরকত বৃদ্ধি পায়

মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা তৈরি হয়

কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে

সমাজ সংস্কারে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এটি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার, দায়িত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতা গড়ে তোলে। সমাজ থেকে অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে দ্বীনি ইলম

সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও প্রচার করা অত্যন্ত জরুরি।

একাদশ অধ্যায় বর্তমান যুগে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দ্রুত পরিবর্তনের যুগ। মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি তথ্যের নাগালে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তথ্যের প্রাচুর্য থাকলেও সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। নানা মত, বিভ্রান্তি, কুসংস্কার ও নৈতিক অবক্ষয়ের এই সময়ে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব আরও বেশি বেড়ে গেছে। কারণ দ্বীনি ইলম মানুষকে সঠিক আকীদা, শুদ্ধ আমল ও সুন্দর চরিত্রের শিক্ষা দেয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে সাহায্য করে।

১. বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার উপায়

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও মানুষের নানা মতামতের কারণে অনেক ভুল তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

দ্বীনি ইলম থাকলে মানুষ বুঝতে পারে—

কোনটি সहीহ

কোনটি ভুল

কোনটি কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

ফলে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচা সহজ হয়।

২. সঠিক আকীদা সংরক্ষণ

বর্তমান যুগে নানা ধরনের ভুল বিশ্বাস ও বিভ্রান্ত চিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে।

দ্বীনি ইলম মানুষকে শেখায়—

আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস

নবীদের মর্যাদা

আখিরাতের বিশ্বাস

ইসলামের মৌলিক বিষয়

ফলে আকীদা নিরাপদ থাকে।

৩. নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা

আজকের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিকতা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

যেমন—

মিথ্যা

প্রতারণা

অশ্লীলতা

দায়িত্বহীনতা

দ্বীনি জ্ঞান মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয় এবং ভালো কাজে উৎসাহিত করে।

৪. প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখায়

প্রযুক্তি আল্লাহর এক নিয়ামত। কিন্তু ভুলভাবে ব্যবহার করলে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে।

দ্বীনি ইলম শেখায়—

সময়ের মূল্য বুঝতে

উপকারী কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে

ক্ষতিকর বিষয় থেকে দূরে থাকতে

যেমন—

কুরআন শিক্ষা

ইসলামি আলোচনা

উপকারী জ্ঞান অর্জন

৫. পরিবার ও সমাজ রক্ষায় ভূমিকা

বর্তমান যুগে পরিবার ও সমাজ নানা চ্যালেঞ্জের মুখে।

দ্বীনি ইলম মানুষকে শেখায়—

পরিবারে দায়িত্ব পালন

সন্তানদের ইসলামীভাবে গড়ে তোলা

সমাজে ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠা

ফলে পরিবার ও সমাজ মজবুত হয়।

৬. তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে রাখা

বর্তমান যুগের তরুণদের সামনে অনেক সুযোগ যেমন আছে, তেমনি অনেক ফিতনাও আছে।

দ্বীনি ইলম তাদের শেখায়—

আত্মসংযম

দায়িত্ববোধ

ইবাদতের গুরুত্ব

সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ

ফলে তারা দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকতে পারে।

৭. দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য

অনেকে শুধু দুনিয়ার উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। আবার কেউ শুধু আখিরাতের দিকেই গুরুত্ব দেয়।

দ্বীনি ইলম শেখায়—

দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করতে

আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে

৮. উম্মাহর ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি

বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐক্য ও সচেতনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বীনি ইলম মানুষকে শেখায়—

পরস্পরের সম্মান

সহমর্মিতা

কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐক্য

বর্তমান যুগে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি। কারণ এটি মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে, সঠিক আকীদা বজায় রাখতে সাহায্য করে, নৈতিকতা গড়ে তোলে এবং প্রযুক্তি ও আধুনিক জীবনের মাঝে ইসলামের আলোকে পথ দেখায়। তাই বর্তমান যুগে প্রতিটি মুসলিমের জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

দ্বাদশ অধ্যায়: নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য দ্বীনি ইলম

ইসলামে দ্বীনি ইলম অর্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, আর সঠিকভাবে ইবাদত করতে হলে প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান। তাই দ্বীনের মৌলিক বিষয় জানা শুধু পুরুষদের দায়িত্ব নয়, নারীদের জন্যও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।” — এখানে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

একজন নারী দ্বীনি ইলম অর্জন করলে নিজের ঈমান-আমল ঠিক রাখতে পারেন, সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তুলতে পারেন এবং পরিবারে দ্বীনের পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। একইভাবে একজন পুরুষ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে পরিবার ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। উভয়ের ইলম অর্জনের মাধ্যমে পরিবারে শান্তি, পরস্পরের হক আদায় এবং ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহাবিয়াদের জীবনেও আমরা দ্বীনি ইলমের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখি। তাঁরা রাসূল ﷺ-এর কাছে জ্ঞান অর্জন করতেন এবং তা অন্যদের মাঝেও পৌঁছে দিতেন। তাই বর্তমান যুগেও নারী-পুরুষ সবার উচিত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম অর্জনে সচেষ্টিত হওয়া।

ত্রয়োদশ অধ্যায়: দ্বীনি ইলম অর্জনের আদব

দ্বীনি ইলম অর্জনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব রয়েছে। প্রথমত, ইলম অর্জনের নিয়ত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। খ্যাতি, প্রশংসা বা দুনিয়াবি লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করলে তাতে বরকত থাকে না। নিয়ত বিশুদ্ধ হলে আল্লাহ তাআলা সেই ইলমে উপকার ও কল্যাণ দান করেন।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক ও ইলমের প্রতি সম্মান রাখা জরুরি। একজন ছাত্রকে বিনয়ী হতে হবে, মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং শিক্ষকের প্রতি উত্তম আচরণ করতে হবে। অহংকার বা তর্কপ্রবণতা ইলমের বরকত কমিয়ে দেয়।

তৃতীয়ত, ধৈর্য ও নিয়মিত অধ্যবসায় প্রয়োজন। দ্বীনি ইলম একদিনে অর্জিত হয় না; সময়, পরিশ্রম ও ধারাবাহিকতা দরকার। বুঝে বুঝে শেখা, প্রশ্ন করা এবং শেখা বিষয় আমলে পরিণত করাও ইলমের আদবের অন্তর্ভুক্ত।

সবশেষে, ইলম অর্জনের পর তা অনুযায়ী আমল করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ যে ইলম মানুষের জীবন পরিবর্তন করে না, সেই ইলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। তাই বিশুদ্ধ নিয়ত, সম্মান, ধৈর্য ও আমলের মাধ্যমে দ্বীনি ইলম অর্জন করা উচিত।

চতুর্দশ অধ্যায়: শিক্ষক ও ছাত্রের দায়িত্ব

দ্বীনি ইলম শিক্ষা ও প্রচারে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। একজন শিক্ষক শুধু জ্ঞান দান করেন না; তিনি আদর্শ, চরিত্র ও আমলের মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে উত্তম নমুনা উপস্থাপন করেন। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব হলো বিশুদ্ধ জ্ঞান শেখানো, আন্তরিকতার সঙ্গে ছাত্রদের বুঝানো, ধৈর্য ধারণ করা এবং তাদের দ্বীনের পথে উৎসাহিত করা। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি দয়া ও সদাচরণ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান দান করেন। অন্যদিকে ছাত্রের দায়িত্ব হলো ইলমের প্রতি সম্মান রাখা, শিক্ষকের প্রতি আদর বজায় রাখা এবং মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা। একজন ছাত্রকে বিনয়ী হতে হবে, নিয়মিত অধ্যবসায় করতে হবে এবং শেখা বিষয়গুলো জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলে ভদ্রতার সঙ্গে জানতে হবে এবং দ্বীনের জ্ঞানকে শুধু মুখস্থ নয়, বুঝে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে ইলমের বরকত বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ উপকৃত হয় এবং দ্বীনের সঠিক শিক্ষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়: কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ হিদায়াত। তাই কুরআন শিক্ষা ও নিয়মিত তিলাওয়াত একজন মুসলিমের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে, ঈমানকে মজবুত করে এবং সঠিক পথের দিশা দেয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনকে মানুষের জন্য রহমত ও পথনির্দেশনা হিসেবে নাযিল করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।” তাই কুরআন শিক্ষা করা ও অন্যকে শেখানো অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল। কুরআনের শুদ্ধ তিলাওয়াত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এর অর্থ বোঝা ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাও জরুরি। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত অন্তরকে প্রশান্ত করে, গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করে। পরিবারে কুরআনের চর্চা থাকলে সেখানে বরকত নেমে আসে এবং সন্তানরাও ইসলামী মূল্যবোধে বেড়ে ওঠে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতকে জীবনের নিয়মিত অংশ বানানো।

ষোড়শ অধ্যায়: ফিকহ ও আকীদা শিক্ষার প্রয়োজন

একজন মুসলিমের জীবনে সঠিক আকীদা ও ফিকহের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আকীদা মানুষের ঈমানের ভিত্তি দৃঢ় করে এবং আল্লাহ, রাসূল ﷺ, আখিরাত ও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়। আকীদা বিশুদ্ধ না হলে আমল সঠিকভাবে কবুল হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তাই একজন মুসলিমের জন্য সहीহ আকীদা জানা ও সে অনুযায়ী বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। অন্যদিকে ফিকহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদত ও লেনদেনের বিধান শেখায়। নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক জীবন—সব ক্ষেত্রেই ইসলামের নির্দেশনা জানতে ফিকহের প্রয়োজন হয়। ফিকহ শেখার মাধ্যমে একজন মুসলিম হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

আকীদা ও ফিকহ—দুটোই একজন মুসলিমের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটি ঈমানকে বিশুদ্ধ রাখে, আর অন্যটি আমলকে সঠিক করে। তাই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফিকহ ও আকীদা শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রয়োজনীয়।

সপ্তদশ অধ্যায়: ইলম অনুযায়ী আমলের গুরুত্ব

ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হলো তা অনুযায়ী আমল করা। শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; সেই জ্ঞান নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করাই একজন মুসলিমের প্রকৃত সফলতা। যে ইলম মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ে যায় এবং চরিত্র সুন্দর করে, সেই ইলমই সবচেয়ে উপকারী।

কুরআন ও হাদিসে বারবার ইলমের সঙ্গে আমলের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একজন মানুষ যখন শেখা বিষয় অনুযায়ী আমল করে, তখন তার ইলমে বরকত আসে এবং তা অন্যদের জন্যও উপকারের কারণ হয়। কিন্তু জানা সত্ত্বেও আমল না করলে মানুষ গাফিল হয়ে পড়ে এবং ইলমের হক আদায় হয় না।

ইলম অনুযায়ী আমল একজন মুসলিমের চরিত্র, কথা ও কাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সহজ হয় এবং সমাজেও উত্তম প্রভাব পড়ে। তাই দ্বীনি ইলম অর্জনের পাশাপাশি সে অনুযায়ী আন্তরিকভাবে আমল করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব।

অষ্টাদশ অধ্যায়: ইসলামের ইতিহাসে ইলমের অবদান

ইসলামের ইতিহাসে দ্বীনি ইলমের অবদান অত্যন্ত গভীর, বিস্তৃত ও গৌরবময়। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই জ্ঞান অর্জন, তা সংরক্ষণ করা এবং মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে ওহি নাযিল করেন, তার প্রথম শব্দ ছিল “ইকরা” অর্থাৎ “পড়ো”। এই একটি শব্দই ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ইসলামের শুরু থেকেই ইলমকে শুধু ব্যক্তিগত উন্নতির মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং দ্বীনকে সঠিকভাবে জানা, মানা এবং প্রচারের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিতেন এবং তাঁদের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর আলো ছড়িয়ে দিতেন। সাহাবায়ে কেরামও এই জ্ঞানকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেন। এরপর তাবৈয়ীন ও তাবৈ-তাবৈয়ীন যুগে অসংখ্য আলেম ও মুহাদ্দিস নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন দ্বীনের জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কুরআনের তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আকীদা ও ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সুন্দরভাবে সংরক্ষিত হয়।

ইসলামের ইতিহাসে বহু মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁরা দ্বীনি ইলমের মাধ্যমে উম্মাহকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা ইলমের আলো দিয়ে বিভ্রান্তি দূর করেছেন, মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করেছেন এবং দ্বীনের বিশুদ্ধ শিক্ষা অটুট রেখেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার কারণেই আজও আমরা কুরআন ও সুন্নাহর সहीহ জ্ঞান সহজে জানতে পারি।

সুতরাং ইসলামের ইতিহাস আমাদের শেখায়, ইলমই একটি জাতির শক্তি, মর্যাদা ও উন্নতির অন্যতম মাধ্যম। দ্বীনি ইলম মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে শেখায়, সঠিক পথে অটল রাখে এবং পুরো উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উনবিংশ অধ্যায়: দ্বীনি ইলম ও আখিরাতের সফলতা

দ্বীনি ইলম একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের সফলতার জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য দ্বীনি ইলম সবচেয়ে বড় সহায়। কারণ একজন মানুষ তখনই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে পারে, যখন সে জানে কোন কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন আর কোন কাজ অপছন্দ করেন। এই জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতন হতে সাহায্য করে।

দ্বীনি ইলম মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া ও জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। যখন একজন মানুষ জানে যে প্রতিটি কাজের হিসাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতে হবে, তখন সে নিজের আমল ও আচরণের প্রতি আরও যত্নবান হয়। সে গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে, ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং নিজের জীবনকে ইসলামের আলোকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে।

আখিরাতের সফলতা শুধু ইচ্ছা করলেই অর্জন হয় না; এর জন্য সঠিক জ্ঞান, বিশুদ্ধ নিয়ত এবং আমল প্রয়োজন। দ্বীনি ইলম একজন মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়, জাহান্নামের কারণগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে এবং জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে। এতে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার মোহ কমে যায় এবং আখিরাতের প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

একজন মানুষ যখন দ্বীনি ইলম অর্জন করে এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে যায়। তার আমল সুন্দর হয়, চরিত্র উন্নত হয় এবং অন্তরে প্রশান্তি আসে। তাই দ্বীনি ইলম শুধু জানার জন্য নয়; বরং আখিরাতের সফলতা অর্জনের জন্য একটি অপরিহার্য পথ। একজন মুমিনের উচিত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দ্বীনি ইলম অর্জন করা, তা অনুযায়ী আমল করা এবং আল্লাহর কাছে সফলতা কামনা করা।

বিংশ অধ্যায়: ইলম প্রচারের দায়িত্ব

দ্বীনি ইলম অর্জনের পর তা অন্যদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া একজন মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইসলাম শুধু নিজের জন্য জানার শিক্ষা দেয় না; বরং মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে এবং সত্যের কথা পৌঁছে দিতে উৎসাহ দেয়। একজন মানুষ যখন দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে নিজের পাশাপাশি পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের জন্যও উপকারের কারণ হতে পারে। এভাবেই ইলমের আলো একজন থেকে আরেকজনের কাছে ছড়িয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও সেই দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।” এর মাধ্যমে বোঝা যায়, সামর্থ্য অনুযায়ী দ্বীনের কথা অন্যদের জানানো প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। তবে ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যেন সঠিক ও সহীহ বিষয়ই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

ইলম প্রচারের অনেক মাধ্যম রয়েছে—মুখে নসিহত করা, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, ভালো কথা লেখা, অন্যকে সহীহ তথ্য জানানো কিংবা নিজের আমলের মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। অনেক সময় একজন মানুষের সুন্দর আচরণ ও আমলও অন্যদের জন্য দ্বীনের দিকে আসার কারণ হয়ে যায়।

বর্তমান যুগে অনলাইন মাধ্যমেও দ্বীনি ইলম প্রচারের বড় সুযোগ রয়েছে। সঠিক নিয়ত ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ইলম প্রচার করলে তা অসংখ্য মানুষের উপকারে আসতে পারে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত নিজের জানা সহীহ দ্বীনি জ্ঞান অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং দ্বীনের আলো বিস্তারে ভূমিকা রাখা।

উপসংহার

দ্বীনি ইলম একজন মুসলিমের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলোর একটি। এটি মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, ঈমানকে দৃঢ় করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পথ দেখায়। দ্বীনি ইলম ছাড়া একজন মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু ইলম তাকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

একজন মানুষের ব্যক্তি জীবন, পরিবার, সমাজ ও আখিরাতে—সব ক্ষেত্রেই দ্বীনি ইলমের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জ্ঞান মানুষের চরিত্র সুন্দর করে, দায়িত্বশীলতা বাড়ায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অর্জিত ইলম মানুষকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে সফলতার পথে এগিয়ে দেয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন মুসলিম উম্মাহ ইলমকে গুরুত্ব দিয়েছে তখন তারা উন্নতি, মর্যাদা ও নেতৃত্ব অর্জন করেছে। আর যখন ইলম থেকে দূরে সরে গেছে, তখন দুর্বলতা ও বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ উভয় পর্যায়ে দ্বীনি ইলমকে গুরুত্ব দেওয়া সময়ের বড় প্রয়োজন।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আন্তরিক নিয়তে দ্বীনি ইলম অর্জন করা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অন্যদের কাছেও তা পৌঁছে দেওয়া। কারণ দ্বীনি ইলমই দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতে মুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

সুপারিশ

১. প্রত্যেক মুসলিমের উচিত ছোটবেলা থেকেই কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
২. পরিবারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী জ্ঞানচর্চার পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।
৩. নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য দ্বীনি ইলম শিক্ষার সুযোগ সহজ ও সুন্দরভাবে নিশ্চিত করা উচিত।
৪. কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও আকীদার মৌলিক শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে শেখার গুরুত্ব তুলে ধরা প্রয়োজন।
৫. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ইলমের আদব, সম্মান ও দায়িত্ববোধ আরও জাগ্রত করা উচিত।
৬. সমাজে সহীহ আকীদা ও বিশুদ্ধ দ্বীনি জ্ঞান প্রচারের জন্য নিয়মিত দাওয়াহ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন।
৭. অনলাইন ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজভাবে দ্বীনি ইলম ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ বাড়ানো উচিত।
৮. অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
৯. তরুণ প্রজন্মকে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব বুঝিয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলা দরকার।
১০. সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন, আমল ও প্রচারের মানসিকতা গড়ে তোলা উচিত।

সমাপনী দোয়া :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে ইলম অর্জনের তাওফিক দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিশ্রমকে কবুল করে নিন। আমাদেরকে উপকারী ইলম দান করুন, সেই ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন এবং ইখলাসের সাথে আপনার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার শক্তি দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ইলমের নূরে আলোকিত করে দিন। আমাদেরকে সত্য বুঝার, সত্য মানার এবং সত্যের ওপর অটল থাকার তাওফিক দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের পরিবার, সমাজ ও উম্মাহকে দ্বীনি ইলমের মাধ্যমে হিদায়াত দান করুন। আমাদের সকলকে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসারী বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের এই গবেষণাকে আমাদের জন্য, আমাদের উস্তাদদের জন্য এবং সকল পাঠকের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং আপনার রহমত দিয়ে ঢেকে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইমানের ওপর অটল রাখুন এবং উত্তম পরিণতি দান করুন।

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না, ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম। আমীন।

তথ্যসূত্র:

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. সহীহ আল-বুখারী
৩. সহীহ মুসলিম
৪. সুনান আবু দাউদ

৫. সুনান তিরমিযী
৬. তাফসীর ইবনে কাসীর
৭. রিয়াদুস সালেহীন – ইমাম নববী (রহ.)
৮. ইহইয়া উলুমুদ্দীন – ইমাম গাজালী (রহ.)
৯. ফিকহুস সুন্নাহ – সাইয়্যিদ সাবিক
10. আর-রাহীকুল মাখতুম